

# মুমিন নারীদের বিশেষ বিধান

মূল:

ড. সালেহ ইবন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান

অনুবাদক:

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া



২য় পরিচ্ছেদ

## নারীর শারীরিক সৌন্দর্য গ্রহণ করার বিধান

□ ১. নারীরা তাদের শরীর ও নারীত্বের সাথে উপযোগী সৌন্দর্য  
গ্রহণ করবে

যেমন, নখ কাটা বরং নিয়মিত নখ কাটা সকল আহলে ইলমের  
ঐকমত্যে বিশুদ্ধ সুম্মাত এবং হাদীসে বর্ণিত মনুষ্য স্বভাবের দাবি  
এটিই। অধিকন্তু নখ কাটা সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং নখ না-  
কাটা বিকৃতি ও হিংস্র প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক সময়  
লম্বা নখের অভ্যন্তরে ময়লা জমে থাকার কারণে সেখানে পানি  
পৌঁছায় না। কতক মুসলিম নারী কাফিরদের অনুকরণ ও সুম্মাত না  
জানার কারণে নখ লম্বা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলেছে যা অবশ্যই  
পরিত্যাজ্য।

নারীর বগল ও নাভীর নিচের পশম দূর করা সুম্মাত। কারণ,  
হাদীসে তার নির্দেশ রয়েছে, এতেই তাদের সৌন্দর্য। তবে উত্তম  
হচ্ছে প্রতি সপ্তাহ পরিচ্ছন্ন হওয়া, অন্যথায় চল্লিশ দিনের ভেতর  
অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হওয়া।

□ ২. নারীর মাথার চুল, চোখের জু, খেঁচাব ও রঙ ব্যবহার করা  
সংক্রান্ত বিধি-বিধান

ক. মুসলিম নারীর মাথার চুল বড় করা ইসলামের দাবি, বিনা  
প্রয়োজনে মাথা মুগুন করা হারাম।

সৌদি আরবের মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### হায়েয, ইন্তেহায ও নিফাস সংক্রান্ত বিধান

#### ১. হায়েযের সংজ্ঞা

হায়েযের আভিধানিক অর্থ প্রবাহিত হওয়া। শরী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময় নারীর রেহেমের গভীর থেকে কোনো অসুখ ও আঘাত ব্যতীত যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা-ই হায়েয। হায়েয সেই মনুষ্য স্বভাব ও প্রকৃতি, যার ওপর আল্লাহ আদমের মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ এ রক্ত সৃষ্টি করেন যেন গর্ভে থাকা বাচ্চা তা খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। প্রসবের পর এ রক্তই দুধ হিসেবে রূপান্তর হয়। নারী গর্ভবতী বা দুগ্ধ দানকারীনী না হলে গর্ভাশয়ে সৃষ্ট রক্ত ব্যবহৃত হওয়ার কোনো স্থান থাকে না, তাই তা নির্দিষ্ট সময় জরায়ু দিয়ে নির্গত হয়, যার নাম ঋতু, রজঃশ্রাব, মাসিক ও পিরিয়ড ইত্যাদি।

#### ২. হায়েযের বয়স

সাধারণত নারীরা ন্যূনতম নয় বছরে ঋতুবতী হয়, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْزَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِيضْنَ﴾

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার ফলে কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদতকালও

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### নারীদের সালাত সংক্রান্ত বিশেষ শৃঙ্খম

হে মুসলিম নারী, সালাতের সকল শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসহ উত্তম সময়ে সালাত আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের মায়েদের উদ্দেশ্যে বলেন,

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

“আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।” [সূরা আল-আহযাব: ৩৩]

এ নির্দেশ সকল মুসলিম নারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ, সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন, ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। সালাত ত্যাগ করা কুফরী, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যার সালাত নেই সে নারী হোক বা পুরুষ হোক দীন ও ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। শর'য়ী কারণ ব্যতীত সালাত বিলম্ব করা সালাত বিনষ্ট করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۗ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۗ﴾

“তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তবে তারা নয় যারা তওবা

# মুম্বিন নারীদের বিশেষ বিধান



মূল: ড. সায়দুল হক আল-কাজ্বাল আল-কাজ্বাল  
অনুবাদক: সাদাউল্লাহ নজির আহমদ  
সম্পাদনায়: প্রফেসর ড. আব্দুল করিম মুহাম্মাদ হাম্বলিয়া

# “সূচীপত্র”

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রকাশকের কথা	১১
২	ভূমিকা	১৩
৩	প্রথম পরিচ্ছেদ: সাধারণ বিধান	১৫
৪	ইসলামপূর্ব নারীর মর্যাদা	১৫
৫	ইসলামে নারীর মর্যাদা	১৬
৬	ইসলামের শত্রু ও তার দোসররা নারীর ইজ্জত-সম্মান হরণ করে কী চায়?	২০
৭	কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ঘরের বাইরে নারীর কাজ করা বৈধ	২১
৮	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নারীর শারীরিক সৌন্দর্য গ্রহণ করার বিধান	২৩